

Political theory

Q. অধিকাংশ সার্বজনীনতা

Ans. - অধিকাংশ সার্বজনীনতা বলিতে আদি প্রচলিত সকল মানুষের একেধারা অধিকার লাভ করা অর্থহীন বলে। এই ধারণার অনুরূপ হয়নি, অতীত আর্থনৈতিক অধিকাংশ ওপর দৃষ্টি করে গাঢ় উঠেছে। ইয়াত যত আদি. ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা অর্থাৎ ৩৭৩৩ দৃষ্টি করে তোলে ততই অধিকাংশের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে আসে। আধুনিক সমাজ এই ধারণার আশ্রয়: জাতীয় মান অধিকাংশের ধারণা সত্ত্বে সঞ্চারিত। বিলাতকে ১৯৪৮ চনত universal declaration of human rights কে এই সার্বজনীনতার ধারণার সীমাবদ্ধতা দিচ্ছে। সার্বজনীন অধিকাংশ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সকল মানুষকে একেধারা মানদণ্ড স্থাপন করা, যার ফলে সকলোকে সমান সমান আওতা দেওয়া লাভ করে।

সার্বজনীন অধিকাংশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিনির্ভর হৈছে সমাজ।

ইয়াত যত সকলো সামাজিক আদর্শ হ্রাসিত সমাজ আওতা লাভের পরে বিস্তৃত হয়। এই ধারণার সামাজিক প্রভাব বিস্তারিত গণ শক্তিশালী দৃষ্টি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপে - জীবন অধিকাংশ, বাক স্বাধীনতা, শিক্ষা লাভের অধিকাংশ আওতা আদর্শ হ্রাসিত সমাজ - এই সকলো অধিকাংশ সকলো মানুষকে একে। ইয়াত উল্লেখ এই সার্বজনীন অধিকাংশের অধিকার অর্থাৎ এই অধিকাংশের লক্ষ্যে উৎসাহিত হওয়া।

এই জীবনও যথেষ্ট প্রকৃষ্ট আছে। প্রথমত, এই দলগত লক্ষ্য
 অর্থাৎ স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয়ত, এই বিবেচনা অর্থাৎ শেখার চিন্তা
 এও শক্তিশালী আশ্রয় হিসাবে কাজ করে। তৃতীয়ত, এই চিন্তাচরিত্র এ কেউ-এক
 স্বাভাবিক অধিকারের ক্রমটি গণি হলে, যাও সমস্ত এক-দেশের হলে
 অস্বাভাবিক চিন্তা আর দেশের স্বতন্ত্রতা কঠিন পাত্রে। কিন্তু এই জীবনও
 কিছু সমালোচনাও আছে। কিছুমান চিন্তাচারিত্র হয় যে সর্বজনীন অধিকারের
 জীবনও অধিকারের চিন্তাচারিত্র ও পরে অধিক নির্ভরশীল আও এই সকল
 সংস্কৃতির বাস্তব অর্থহীন জাতি ছিল না। লগতে সকলো মানুষকে
 একত্রে অধিকার দিয়া হলেও বাস্তব জীবন সকলো মানুষ সমান অর্থহীন
 নাহলে, যেকোন এই জীবনই বাস্তব অর্থহীন, সর্বজনীন অধিকার হলেও।

৫. পার্থক্যবিশিষ্ট অধিকার।

Ans :- পার্থক্যবিশিষ্ট অধিকার বুলিলে বুঝায় যে সমাজে কিছুমান বিশেষ জাতি বা
 জনগোষ্ঠীর যত বিশেষ অধিকার বা সুবিধা এদান করা হয় যাতে তেঁওলোকের সকল
 সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত নাহে। এই জীবনও স্বয়ং নহয় ~~এ~~ বড়ক ভয়
 ও পরে প্রতি প্রতি করে গড় লৈ অর্থাৎ। ইয়াও যত সমাজে সকলো মানুষ
 একে অর্থহীন নাহলে, কিছুমান জাতি ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত, শোষিত ও
 বিধ্বস্ত হৈ আসিছে। সেহেত্রে তেঁওলোকের অধিকারের কিছুমান বিশেষ অর্থহীন
 প্রয়োজন হয়। এই জীবনও অধিকারের চিন্তা

এই ঠিকার অধীনেও বিজ্ঞ জ্ঞেয়ত সংস্কার মীতি এটা
 প্রকল্পপূর্ণ উদ্যোগ । অনুসৃষ্টি জাতি আর অনুসৃষ্টি বস্তুজাতি আর অত্যন্ত বিস্তৃত
 শ্রেণীকৃত জাতি শিক্ষা আর চাকরিত ক্ষেত্র বিশেষ সংস্কারও প্রচেষ্টা করা হইবে ।
 ইহাও উল্লিখিত সংস্কারসমূহ সহায়ক সংস্কৃতি আর 'শৈল্পিক অধীনে', 'ফরিলসমালমত'
 আর বিশেষ অধীন যেনে 'মাতৃকালীন সুবিধা' আর 'অভিভাবী ক্রমবর্ধীত' ইহা আর
 অল্পসামান্য অধীনে — এইসকলো পার্যব্যক্তিগত অধীনেও অন্তর্গত । এইসকল
 মূল উদ্দেশ্য হইবে ঐতিহাসিকভাবে চলি থাকা অধ্যয়নসমূহ দৃষ্ট করা আর
 সহায়ক সমালোচনা করে সমাজ সুযোগ - সুবিধা সৃষ্টি করা । ~~অর্থ~~

পার্যব্যক্তিগত অধীনেও প্রকল্প অতি গভীর । ই সহায়ক
 বস্তুজাত সমাজ নিশ্চিত করে । কেবল বিজ্ঞানত সমাজ অধীনেও দিয়াই
 যথেষ্ট নয়, সহায়ক সমালোচনা সমূহে সেই অধীনেওসমূহ বস্তুক প্রচেষ্টা করি
 ওয়াও ~~কিন্তু~~ অত্যাশা থাকিও লাগিও । এইসকলো পার্যব্যক্তিগত অধীনেও যথেষ্ট
 সহায়ক করে । ই নিঃসন্দেহ শ্রেণীসমূহকে আগুপরে দিয়া, তেঁও লোক
 আত্মসম্মান বর্ধন আর সহায়ক বিভিন্ন কার্য-ব্যাপসমূহ তেঁওলোকের অংশগ্রহণ
 নিশ্চিত করে । কিন্তু এই ঠিকারটা কিছু সমালোচনা আছে । কিছুমান
 কার্য যে এই ঠিকার অধীনেও সহায়ক প্রকল্পসমূহে সৃষ্টি করিও নাও । যাও
 ফলত সহায়ক বিবেচনায় সৃষ্টি নাও নাও আর 'শৈল্পিকতা' বস্তুজাতিক স্বার্থ
 বাও এই প্রচেষ্টাও প্রচেষ্টা করা হয় ।